আলমডাঙ্গায় ৫’শ হতদরিদ্রকে শীতবস্ত্র দান করলেন পুলিশ সুপার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার প্রায় ৫’শ হতদরিদ্র মানুষের হাতে কম্বল বিতরণ করলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

গতকাল সোমবার বিকেলে আলমডাঙ্গা থানা চত্ত্বরে আনুষ্ঠানিক ভাবে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ওই শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ সৈয়দ আশিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কলিম উল্লাহ, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাব সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সম্পাদক হাজী মীর শফিকুল ইসলাম ও আলমডাঙ্গা একাডেমির অধ্যক্ষ এনামুল হক।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ওসি (তদন্ত) গাজী শামীমুর রহমান।

মেপ্র/ আরপি

আইজিপি পদক পেলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাসুদ আলম

বীরত্বপূর্ণ ও অসীম সাহসিকতা ও কাজের স্বীকৃতি হিসেবে আইজিপি পদকে ভূষিত হলেন সিপিসি ২ ঝিনাইদহ র্যাব -৬ এর কোম্পানী কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাসুদ আলম।

মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের প্যারেড

গ্রাউন্ডে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব মাসুদ আলম কে এলাকার মাদক দ্রব্য, জঙ্গিবাদ নির্মূল ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত করার জন্য মহা পুলিশ পরিদর্শকের পক্ষ থেকে তাকে এ পুরস্কার দেয়া হয়।

মেডেল পরিয়ে দেন বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী বিপিএম (বার)।

গুরুত্বপূর্ণ মামলার রহস্য উদ্ঘাটন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও শৃঙ্খলামূলক আচরণের মাধ্যমে প্রশংসনীয় অবদানের জন্য তিনি এ সন্মাননা পায়েছেন।

মেপ্র/এমইএম

মেহেরপুরে ট্রাফিক পুলিশের দুই জনের পদোন্নতি লাভ

মেহেরপুর ট্রাফিক পুলিশের এক কনষ্টেবল কামাল হোসেন ও এটিএসআই উত্তম কুমার পদোন্নতি লাভ করেছেন।

কনষ্টেবল কামাল হোসেন এটিএসআই পদে ও উত্তম কুমার টিএসআই পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন। তাঁরা পদোন্নতি লাভ করায় তাদের পুলিশ সুপার দুইজনকে কে র্যাংক ব্যাজ পরানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কক্ষে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী তাদের দুইজনকে পদোন্নতির ব্যাজ পরিয়ে দেন। এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম সেখানে উপস্থিত ছিলেন।
- নিজস্ব প্রতিনিধি

পুলিশের তৎপরতায় পরিবারে ফিরলো সাইফুল

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের রনজিৎ আলী শেখ এর ছেলে সাইফুল ইসলাম(৩৩)। মুজিবনগর থানা পুলিশের তৎপরতায় সাইফুল ইসলামকে ফিরে পেল তার পরিবার।

গরীব পরিেবোরর কষ্ট ঘুচানোর জন্যে ২০১৭ সালে ঢাকার ইউনিক কোম্পানির মাধ্যেমে চুক্তি ভিত্তিক ২ বছরের ভিসা নিয়ে চাকরির জন্য ইরাকে যায় সাইফুল। সেখানে হানুয়া নামের একটি কোম্পানিতে চাকরি শুরু করে। যা বেতন পেত তাই দিয়ে বেশ চলতো তাদের। ভেবেছিলো তাদের দুঃখটা হয়তো বা এ বার মোচন করতে পারবে সাইফুল। কিন্তু এ আশা তার আর পূরন হলো না। কষ্ট কষ্টই থেকে গেলো। ২০১৯ সালের দিকে ভিসার মেয়াদ শেষ হবার পর শুর হলো জিবন মরনের প্রশ্ন।

সাইফুল আরেকটি চাকরির জন্যে পরে গেলো ইরাকের কিছু অসাধু দালালের চক্ররে। উন্নত চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে হানুয়া কোম্পানি থেকে চলে আসতে বলে সাইফুলকে। দালাদের কথায় উন্নত চাকরির আশায় অবুঝের মত হানুয়া কোম্পানি থেকে চলে আসে সাইফুল। পরে সাইফুল দালালদের কাছে আসলে তারা সাইফুলকে ইরাকে তাদের গোপন স্থানে আটকে রাখে। শুরু হয় তার প্রতি চরম নির্যাতন। সাইফুলের মুক্তিপনের জন্যে তার বাবা মার কাছ থেকে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। টাকা পাঠানোর জন্য ফরিদপুর জেলার, নগরগান্দা উপজেলার চুকাইল গ্রামের আব্দুল্লা ব্যাপারি নামের এক বিকাশ এজেন্ট মালিকের কাছ থেকে ৫ টি বিকাশ নাম্বার সাইফুলের পরিবারের কাছে দিয়ে বিভিন্ন ধাপে টাকা পাঠাতে বলে। ছেলেকে বাঁচানোর জন্য তাদের কথা মত ৬৫ হাজার টাকা বিকাশ করে সাইফুলের পরিবার। কিন্তু এতেও তাদের দাবি পূরণ হয়নি। তাদের কাছে বিভিন্ন ভাবে হুমকি দিতে থাকে দালাল চক্রের সদস্যরা। পুরো টাকা না দিলে সাইফুলকে খুন করে ফেলবে। পরে সাইফুলের পরিবার আর কোন পথ খুজে না পেয়ে চলে আসে মুজিবনগর থানায়।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেমের কাছে বিষয়টা খুলে বলেন। সাইফুলের পরিবারের এমন করুন কাহিনি শোনার পর মুজিবনগর থানায় একটি মামলা নিয়ে নেন। মামলা পর শুরু করে পুলিশের তৎপরতা।

দীর্ঘদিন ধরে তাদের অভিযান চালানোর পর বাহির করেন ৫টি বিকাশ

মোবাইল নাম্বারের এজেন্ট মালিককে। জানতে পারেন এজেন্ট মালিক আসামির বাসা ফরিদপুর জেলায়। পরে পুলিশ চলে যায় সেখানে। জানতে পারেন আসল কাহিনি। খোজ চালানো শুরু করেন ইরাকে। দালাল চক্রের সদস্যেরা সকল ঘটনা জানতে পেরে তাদের জীবন বাঁচানোর জন্যে সাইফুলকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

পরে এ দিকে পুলিশ আসামি ফরিদপুর জেলার, নগরকান্দা উপজেলার চুকাইল গ্রামের আব্দুল ব্যাপারিকে গ্রেপ্তার করেন। এ দিকে সাইফুলকে উদ্ধার করে পুলিশী হেফাজতে নেয় ইরাকি পুলিশ। পরে তাদের সাথে যোগাযোগ করে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ দিকে সাইফুল বাংলাদেশে পৌছালে গতকাল বুধবার সকালে তাকে তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

মুজিবনগর থানার ওসি আব্দুল হাশেম জানান, সাইফুলের বাবা-মায়ের কাছে থেকে ঘটনা জানার পর থেকে তৎপরতা চালিয়ে সাইফুল কে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

মেপ্র/ মুজিবনগর প্রতিনিধি